দৈনিক বাংলা

১৭

তারিখ 09 JUL 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ট্রাস্টের প্রথম বৈঠকে এরশাদ

পথকলিদের জন্য আরো স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে

পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক শনিবার ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে চেয়ারপারসন বেগম রওশন এরশাদের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। খবর বাসসর।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুড়কি তৈরিসহ বিভিন্ন কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কষ্ট দেখে এই ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেন।

নিজেদের অবস্থা উন্নত করার কাজে নিয়োজিত দুঃস্থ ও সুযোগ সুবিধাহীন শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে সম্প্রতি সাত সদস্য বিশিষ্ট

(৩-এর পঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 JUL 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

পথকলিদের জন্য স্কুল

(প্রথম পঃ পর)

পথকলি ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, পথকলি ট্রাস্ট একটি ভিন্ন ধরনের সংগঠন। কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি অংশকে রক্ষা ও এই অংশকে সমাজের জন্য উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলার মহতী কাজ এই সংগঠনের ওপর অর্পিত হয়েছে।

তিনি এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই ট্রাস্টের কর্মতৎপরতা নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমিত রাখা উচিত হবে না বরং এই ট্রাস্টকে সফল করতে এটিকে আন্তরিকতা দিয়ে আপন সন্তানের মত গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে চেষ্টা চালাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাস্ট তহবিলে উদার ভাবে দান করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এই ট্রাস্টের কর্মসূচী অন্যান্য নগরে ছড়িয়ে দিতে হবে। পথকলিদের জন্য আরো স্কুল এবং প্রশিক্ষণ ও মেডিক্যাল সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।

বেগম রওশন এরশাদ কয়েকটি স্থান পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন যে জায়গাগুলোতে শিশুরা ইট-পাথর ভাঙার কঠিন কাজ করছিল। তিনি বলেন, এই মর্মবিদারী দৃশ্য সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি শিশুদের কষ্ট দেখতে যেতে পারেন না। কারণ শিশুদের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না।

তিনি বলেন, এই শিশুরা বড় হয়ে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যাতে অর্থবহ অবদান রাখতে পারে, সে জন্য তাদের কঠোর কায়িক শ্রমের শৃংখল থেকে মুক্ত ও তাদের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবন নিশ্চিত করতে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ইট-পাথর ভাঙার মত কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ১৫ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের হাল্কা ধরনের কাজে সরিয়ে নেয়া হবে।

কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা নিরূপণে একটি জরীপ পরিচালনার জন্যও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পথকলিদের জন্য স্বেচ্ছা ভিত্তিতে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম আর খান যে প্রস্তাব দিয়েছেন, বৈঠকে তা গ্রহণ করে তাঁকে ট্রাস্টের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত অনারারী কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়।

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ সপ্তাহে দুবার ট্রাস্টের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দান গ্রহণ করবেন। যে কোন পরিমাণ অর্থ দান করা যাবে।

পথকলিদের সমস্যাবলী সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও তহবিল সংগ্রহে এই ট্রাস্ট ওয়াকাথন ও ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করবে। ট্রাস্টের জন্য দান গ্রহণে সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খোলা হবে।

এই বৈঠকে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায় শিক্ষামন্ত্রীকে আহবায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। ট্রাস্টের সদস্য ডঃ মিজানুর রহমান শেলীকে পথকলি স্কুলগুলোর জন্য শিক্ষা উপকরণ তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই ট্রাস্টের জন্য ১৫ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন। তিনি ইতিপূর্বে এই অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন।

এ বৈঠকে ট্রাস্টের সদস্যগণ— ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, এডভোকেট রেজাউর রহমান, বিশিষ্ট ফুটবলার সালাহউদ্দিন ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদও উপস্থিত ছিলেন।